ড্যাফোডিল ইন্টারন্যশনাল স্কুল (ইভি)
১ম সাময়িক পরীক্ষা- ২০২১
শ্রেণিঃ ৮ম
বিষয়ঃ বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়ঃ 'অতিথির স্মৃতি'
হ্যান্ডনোট নং- ০১

শিক্ষকের নামঃ তাজুল মারুফ।

১। উক্ত গল্পটি অধ্যয়ন ও আলোচনা।
২। পাঠ পরিচিতি ও লেখক পরিচিতিঃ ( উক্ত পাঠ থেকে)
৩। বহুনির্বাচনী প্রশ্নঃ (উক্ত পাঠ থেকে)

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

মহেশ দরিদ্র বর্গাচাষি গফুরের অতি আদরের একমাত্র ষাঁড়। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে ওকে ঠিকমত খড়-বিচুলি খেতে দিতে পারেনা। জমিদারের কাছে সামান্য খড় ধার চেয়েও পায় না। নিজে না খেয়ে থাকলেও গফুরের দুঃখ নেই। কিন্তু মহেশকে খাবার দিতে না পেরে তার বুক ফেটে যায়। সে মহেশের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে-মহেশ তুই আমার ছেলে। তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস। তোকে আমি পেট পুরে খেতে দিতে পারিনে, কিন্তু তুই তো জানিস আমি তোকে কত ভালোবাসি। মহাশ প্রত্যুত্তরে গলা বাড়িয়ে আরামে চোখ বুজে থাকে।
প্রশ্নঃ
ক) শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের দেওঘরে যাবার কারণ কী?
খ) অতিথি ভিতরে ঢোকার সাহস পেল না কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ) উদ্দীপকে মহেশের প্রতি গফুরের আচরণে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ) 'উদ্দীপকের গফুরের সাথে লেখকের চেতনাগত মিল থাকলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন'-'অতিথির স্মৃতি' গল্পের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।
উত্তরঃ
ক) শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায় চিকিৎসকের পরামর্শে বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে গিয়েছিলেন।

খ) লেখকের সাথে নতুন পরিচয়ের সংকোচ ও ভয় থেকে অতিথি ভিতরে ঢোকার সাহস পেল না। দেওঘরে লেখকের সঙ্গে যে কুকুরটির পরিচয়- বাড়ি পৌঁছে লেখক গেট খুলে ভেতরে ডাকলে কুকুরটি দাঁড়িয়ে থাকে, ভেতরে ঢুকতে সাহস পায় না।

গ) উদ্দীপকে'অতিথির স্মৃতি' গল্পেপ্রকাশিত অবলা প্রাণীর প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকের গফুর 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের মতোই তার পোষা প্রাণীটির প্রতি গভীর মমতা প্রকাশ করেছে। আদরের ষাঁড় মহেশকে সে নিজের সন্তানের মত ভালোবাসে। গল্পের কুকুর ও উদ্দীপকের ষাঁড় উভয়ের প্রতি মানুষ হিসেবে লেখক ও গফুরের প্রকৃত ভালোবাসাই প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ) প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা-এটি মূল ব্যাপার হলেও 'অতিথির স্মৃতি' গল্প ও উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট ভিন্ন।
শুধু মানুষে মানুষে নয়, অন্য জীবের সঙ্গেও মানুষের মায়া-মমতার সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা যায়। পরিবেশ ও ঘটনা আলাদা হলেও সেসব সম্পর্কের মূলে রয়েছে ভালোবাসার টান।
এদিক বিচারে গল্পের লেখক ও উদ্দীপকের কৃষকের চেতনাগত মিল স্পষ্ট, যদিও তাদের এমন আচরনের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা। অপরিচিত পরিবেশে একটি কুকুরের প্রতি লেখকের ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। আর চাষি গফুর তার প্রিয় পোষা ষাঁড়টির প্রতি মমতা প্রকাশ করেছে।
উপরের আলোচনা শেষে বলা যায় যে, প্রশ্নে উল্লেখিত উক্তিটি সঠিক।

অধ্যায়ঃ অতিথির স্মৃতি
অনুধাবনমূলক প্রশ্নঃ
১। লেখকের সত্যিকার ভাবনা ঘুচে গেল কীভাবে?
২। 'হয়ত ওর চেয়ে তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই'-কথাটি কেন বলা হয়েছে?
৩। অতিথি কীভাবে লেখককে বিদায় জানিয়েছিল?
৪। কুকুরটি কেন লুকিয়ে গল্পকথকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?
৫। দরিদ্র ঘরের মেয়েটিকে দেখে লেখকের দুঃখ হতো কেন?
৬। অতিথির চোখ দুটো ভেজা ছিল কেন?
৭। 'সত্যিকারের একটা ভাবনা ঘুচে গেল'-কীভাবে?

৮। মালি-বৌ অতিথিকে তাড়িয়ে দিত কেন?
৯। দরিদ্র ঘরের মেয়েটিকে দেখে লেখকের দুঃখ হতো কেন?
১০। মালির বউ অতিথিকে মেরে বের করে দিয়েছিল কেন?
১১। 'আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে সে আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে'-এখানে 'আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন' কথাটি বলা হয়েছে কেন?
১২। অতিথির সাথে লেখকের ভাব কীভাবে জমে উঠেছিল?
১৩। লেখক বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে খুঁজে পেলেন না কেন?
১৪। দেওঘরের বৈকালিক ভ্রমণের বর্ণনা দাও।
১৫। 'বায়ু পরিবর্তন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

## অধ্যায়ঃ বঙ্গভূমির প্রতি

<u>শিক্ষকের নামঃ</u>

১। উক্ত পদ্যটি রিডিং ও আলোচনা।
২। পাঠ পরিচিতি ও লেখক পরিচিতিঃ ( উক্ত পাঠ থেকে)
৩। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন (উক্ত পাঠ থেকে)

<u>সৃজনশীল প্রশ্ন-১</u>
১। আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে-এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়-হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো  ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঠাল-ছায়ায়;
২। মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য করে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই!
ক) বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মহাকাব্যের নাম কী?

খ) কবি বর প্রার্থনা করেন কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ) উদ্দীপকের প্রথম কবিতাংশের আলোকে 'ফুটি যেন স্মৃতি-জলে' চরণটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ) "দ্বিতীয় কবিতাংশ ও 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার মূল সুর একই"-তুমি কি একমত? যুক্তিসহ উত্তর দাও।

উত্তরঃ
ক) বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মহাকাব্যের নাম 'মেঘনাদবধ কাব্য'।

খ) দেশমাতৃকার স্মৃতিতে জেগে থাকার জন্যে কবি বর প্রার্থনা করেন।
পদ্মফুল যেমন-সরোবরে ফুটে থাকে, কবিও তেমনি, দেশমাতার স্মৃতিতে ফুটে থাকতে চান। এ কারণেই তিনি বর প্রার্থনা করেন।

গ) উদ্দীপকের প্রথম কবিতাংশে এবং 'ফুটি যেন স্মৃতি-জলে' চরণে উভয়ক্ষেত্রে স্মৃতির পাতায় টিকে থাকার আবেদন প্রকাশ পেয়েছে।
উদ্দীপকের চরণগুলোতে কবি মৃত্যুর পরও মানুষের মনে বেঁচে থাকার আশা ব্যক্ত করেছেন। নশ্বর পৃথিবীতে কবি নিজেকে নশ্বর জেনেও অবিনশ্বর হয়ে থাকতে চান পৃথিবীর মাঝে। তিনি মানবমনের স্মৃতিতে ঠাঁই পেতে চান তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে। উদ্দীপকের কবির মত মাইকেল মধুসূদনদত্ত যেন উক্ত চরণটির মাধ্যমে একই বার্তা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।

ঘ) উদ্দীপকের দ্বিতীয় কবিতাংশ ও 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা উভয়ক্ষেত্রেই মাতৃভূমি বাংলার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে।
উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় কবিতাংশে কবি দেশকে ভালোবেসে মৃত্যুর পরও দেশের মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকতে চান। অপরদিকে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবি দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশকে মা রূপে কল্পনা করেছেন। কবির সমস্ত দোষ যেন দেশমাতা ক্ষমা করে দিয়ে তাঁকে মনে রাখেন, দেশের প্রতি তিনি এ প্রার্থনাই করেছেন। নিজ দেশের প্রতি আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশই উদ্দীপকের দ্বিতীয় কবিতাংশ ও 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার মূলকথা। উভয় কবিতাতেই জন্মভূমিকে ভালোবেসে তার স্মৃতিতে বেঁচে থাকতে চান কবি।

<u>বহুনির্বাচনী ও জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ</u>
১। কবি দেশকে কী হিসেবে কল্পনা করেছেন? (মা)
২। কোন নদের নীর চিরস্থীর নয়? (জীবন-নদের নীর)
৩। 'কোকনদ' শব্দের অর্থ কী? ( লাল পদ্ম)
৪। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কী জাতীয় কবিতা? (গীতিকবিতা)
৫। দেহ আকাশ হতে কোন তারা খসে? ( জীব-তারা)
৬। বাংলা ভাষায় প্রথম মহাকাব্যের নাম কী? (মেঘনাদবধ কাব্য)
৭। 'যাচিব যে তব কাছে, হেন অমরতা আমি'-এখানে 'অমরতা' শব্দটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে? ( মৃত্যুহীন প্রাণ)
৮। দেশ জননী কবিকে মনে রাখলে তিনি কীসে ভয় পান না? (মরণে)
৯। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটির রচয়িতা কে? ( মাইকেল মধুসূদন দত্ত)
১০। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাব্য সাধনার জন্য কোথায় গিয়েছিলেন? (বিলেতে)
১১। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? ( কলকাতায়)
১২। বাংলা আধুনিক কবিতার জনক কে? (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

<u>অনুধাবনমূলক প্রশ্নঃ</u>
১। 'বাংলা সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান'-বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
২। 'বাংলা বাঙালির হোক'-বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
৩। লেখকের সারা বক্ষ মন্থন করে কেন অশ্রু আসে?
৪। বাঙালি কীভাবে চেতনাশক্তি হারিয়ে ফেলেছে?
৫। 'এ দেশের মানুষ জ্ঞানশক্তি ও প্রেমশক্তিতে পৃথিবী খ্যাত'-কেন?
৬। 'দেহ ও মন পাষাণময়'-বলতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?
৭। 'বাংলার আবহাওয়ায় আছে স্বাধীনতামন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি'-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
৮। মানুষের তিনটি মহৎ গুণ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
৯। বাঙালি কোন শক্তিকে অবহেলা করল বলে তাদের এই দুর্গতি এবং অভিশপ্তের জীবন? ব্যাখ্যা কর।
১০। সারা দেহমনে প্রলয়ের কম্পন আসার কারণ ব্যাখ্যা কর।